সংবাদ

তারিখ ... OCT 22 2006

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শ্বেতপত্র ২

পাঁচ বছরে সিনেট বসেনি সবকিছুতে স্বেচ্ছাচারিতা

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ আনা হয়েছে প্রগতিশীল শিক্ষকদের শ্বেতপত্রে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক [illegible] কেউই গত পাঁচ বছরে [illegible] ডাকেননি। সিনেটকে পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট-৭৩-এর সরাসরি লংঘন। শ্বেতপত্রের প্রশাসনিক দুর্নীতির অংশে শ্বেতপত্র : পৃ : ১১ ক : ৭

শ্বেতপত্র : রাজশাহী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলা হয়েছে, অধ্যাপক ফারুকী উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর প্রথম সিন্ডিকেটে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ৩১ জন কর্মচারীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে তাদের পরিবারকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেন। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন দায়িত্বে এসে তাদের নিয়োগপত্র দেয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সে অঙ্গীকার পূরণ না হওয়ায় ৩১ কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন এবং ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হচ্ছেন।

৫৪৬ কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান উপাচার্য বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নেন। এ পর্যায়ে প্রায় ৫ শতাধিক পদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং এক্ষেত্রে ওইসব কর্মচারীও আবেদন করেন। অনেক দপ্তরের সিলেকশন এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন ব্যক্তিরা অর্থ কামিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ উপাচার্যকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের চিফ মেডিকেল অফিসার মির্জা ওয়াজেদ হোসেন বেগসহ অন্য এক অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসককে উপাচার্য অধ্যাপক ফারুকী দীর্ঘদিন ধরে সাসপেন্ড করে রাখেন। এমনকি ডা. বেগের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হওয়া সত্ত্বেও উপাচার্য কোন সমবেদনা প্রকাশ করেননি। এটি তার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতার একটি উদাহরণ।

শ্বেতপত্রে বলা হয়, উপাচার্য দপ্তরসহ প্রশাসনের বেশকিছু পদে এমন কিছু কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অনৈতিকতার সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে অনেক দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তাকে হয়রানিমূলকভাবে বদলি করা হয়েছে। উপাচার্য দপ্তরের সোহেল আজম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে চাকরিরত অবস্থায় প্রশ্ন ফাঁস করে পরীক্ষায় অংশ নেন এবং বাইরে থেকে খাতা লিখে আনেন। এ অনৈতিক কাজ করার সময় তা পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে শাস্তি হয়। অথচ সোহেল আজমই এখন উপাচার্য দপ্তরের মূল ব্যক্তি।

শ্বেতপত্র অনুযায়ী, সংস্থাপন শাখার এনামুল হক হিসাব শাখায় কর্মরত অবস্থায় বড় অংকের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়। কিন্তু জোট প্রশাসন তাকে সংস্থাপন শাখায় নিয়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় [illegible]। এখানে তার প্রধান [illegible] হলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা। পদোন্নতির বেলায় প্রকাশনা কম করে দেখানো এবং একজনের ফাইল ধরে রেখে অন্যজনের ফাইল প্রসেস করা যেন তার স্বভাবের অংশ।

সম্প্রতি পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ নাসেরের ক্ষেত্রেই তিনি এ ধরনের নাক্কারজনক ঘটনা ঘটান। অথচ বর্তমান প্রশাসন এ ধরনের অসৎ কর্মকর্তাদেরই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে বসিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে হিসাব শাখার হাবিব আহমদ খানের মতো দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাকে শুধু রাজনৈতিক কারণে নির্ধারিত দায়িত্ব থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান উপাচার্য হরতালের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার অপরাধে সংস্থাপন শাখার সেকশন অফিসার আনোয়ারা বেগমকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সাসপেন্ড করেন। শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার এক কর্মকর্তার পদোন্নতির ফাইল দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটকে রেখে পরে প্রসেস করা হয়। রাজনৈতিক কারণেই শুধু এ ধরনের গর্হিত কাজগুলো করা হয়েছে বলে শ্বেতপত্রে উল্লেখ রয়েছে।

শ্বেতপত্রে আরও বলা হয়, জোট সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না দিলেও আগের সরকারের শুরু করা কাজগুলো নিম্নমানে দায়সারাভাবে শেষ হচ্ছে। টিএসসির ছাদ নির্মিত হতে না হতেই তা ভেঙে পড়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নীতিবহির্ভূতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বেসরকারি মোবাইল কোম্পানির কাছে ভাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে। কাজলা ও বিনোদপুর বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটের অধিকাংশ দোকান ঘর দলীয় বিবেচনায় বরাদ্দ দেয়া হয়।

প্রগতিশীল শিক্ষকদের শ্বেতপত্রে আরও বলা হয়, অপরিকল্পিত অর্থ ব্যয় ও লুটপাটের কারণে অধ্যাপক ফারুকী কখনো এক মাসের নির্ধারিত দিনে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেননি। অথচ তিনি ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন মণ্ডল শত শত কর্মচারী নিয়োগের উৎসবে মেতে ওঠেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] বতিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। [illegible] হই [illegible] রাসায়নিক দ্রব্যাদি [illegible] সঙ্কট দেখা দেয়। এ [illegible]